তারিখ . . 01 MAY 2016 . . .
পৃষ্ঠা . . . 6 . . . কলাম . . . 7 . . .

সংবাদ

শরণখোলায় স্কুল প্রতিষ্ঠার হিড়িক!

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলায় সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে মাঠে নেমেছে একটি চক্র। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক কর্মচারীদের নানা সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করায় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, উপজেলার ৪ ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক চক্র ১০/১৫ বছর পূর্বে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তারিখ দেখিয়ে বিভিন্ন নামের একাধিক নতুন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাইবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি ওই সব বিদ্যালয় শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার নামে প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তার নাম ভাঙিয়ে স্থানীয় ওই চক্র লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে উপজেলার সাউথখালী ইউনিয়নের বন সংলগ্ন চরপাড়া, সুন্দরবন, খোন্তাকাটা ইউনিয়নের মধ্য খোন্তাকাটা, রায়েন্দা ইউনিয়নের জিলবুনিয়া, ধানসাগর ইউনিয়নের কালিবাড়ী, গাইন পাড়া ও উত্তর তাফালবাড়ী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ১২/১৫টি স্কুল সম্প্রতি প্রতিষ্ঠা করেও সেগুলোর স্থাপিতর তারিখ দেখানো হয়েছে গত ২০০৯ সালের পূর্বে। ওই সব বিদ্যালয়ের চাকরি দেয়ার কথা বলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বহু টাকা হাতানোর পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে দৌড়ঝাপ শুরু করেছে ওই প্রতারকচক্র। বিদ্যালয়ের সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নতুন করে গজিয়ে ওঠা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পূর্বে কখনো তাদের চোখে পড়েনি। এছাড়া বিগত দিনে বিদ্যালয়গুলোতে কোন ছাত্রছাত্রী দেখা যায়নি। এমনকি ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষাসহ ক্লাস কিংবা কোন কার্যক্রম দেখা যায়নি।। রাতারাতি কেন এ রকম নতুন নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তা তারা অবগত নন। এছাড়া শিক্ষক নিয়োগের নামে লাখ লাখ টাকা হাতানোর ফাঁদ তৈরি করেছে ওই জালিয়াতচক্র। এ চক্রের প্রতারণার হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনের নজরদারী কামনা করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে, উপজেলা সদরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষক জানান, নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মনীতি থাকলেও জালিয়াতচক্র তার তোয়াক্কা না করে প্রশাসনের নাকের ডগায় ব্যাঙের ছাতার ন্যায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষকে চাকরির প্রলভন দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতানোর ফন্দি এটেছে। বিষয়টির দিকে প্রশাসনের কঠোর নজর দেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। অপরদিকে, সদ্য নির্মিত হওয়া উত্তর তাফালবাড়ী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ডিবির পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. লুৎফর রহমান বলেন, সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন দেড় হাজার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। সেজন্য শরণখোলা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কিছু নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। যা তৃতীয় ধাপের সরকারি হলে এলাকার কিছু মানুষ নানা সুযোগ-সুবিধা পাবে। তবে এ নিয়ে লেখালেখি না করার জন্য অনুরোধ করেন তিনি। এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মুশতাক আহম্মদ জানান, বিভিন্ন নামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয়রা কেউ কেউ শিক্ষা অফিসের নাম ভাঙিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয় নিচ্ছে। এমন অভিযোগের বিষয় তিনিও অবগত আছেন। তবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেই সরকারি অনুমতি মিলবে না। প্রথামিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কয়েক দফা প্রতিবেদন পাঠানোর পর যাচাই-বাছাই শেষে নিয়মের মধ্যে পড়লে দুই একটি বিদ্যালয় অনুমোদন পেতে পারে। তবে চাকরি দেয়ার নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়া চক্রদের ঠেকাতে প্রশাসনের পাশাপাশি এলাকাবাসীর ও সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারক চক্র।